Ramananda Centenary College Journal of Humanities and Social Sciences
A Peer Reviewed Annual Journal
Volume I, Issue I (April 2018)
Dey, Mithun Kumar. *"সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায় অ্যালিউশন"* **pp 82-86**

সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায় অ্যালিউশন

মিঠুনকুমার দে
গবেষক, বিশ্বভারতী

২০০৭ সালে Terry Eagleton একটি বই লেখেন যার নাম 'How To Read A Poem'। এই বইয়ের একটি জায়গায় তিনি পাশ্চাত্যের বিখ্যাত একজন সমালোচককে উল্লেখ করে জানান যে এরা সকলেই সাহিত্য-সমালোচনায় হয় নস্টালজিকভাবে, কিংবা আদর্শগত মৌল তাড়নায় সমাজ-ইতিহাসকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে শুরু করেন। এই দলে যেমন ছিলেন উনিশ শতকীয় F.R Leavis, I.A Richards, William Empson প্রমুখ; তেমনি ছিলেন বিশ শতকের Mikhail Bakhtin, Eric Auerbach, Walter Benjamin, Kenneth Burke, Edward Said প্রমুখ স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গ। মার্ক্সীয় প্রভাব এর একটা বড় কারণ নিশ্চয়ই, কিন্তু কতটা জরুরি বা প্রাসঙ্গিক এই ধরনের সমালোচনা? জানাচ্ছেন-

> As philologist or 'lovers of the language', their passion for literature was bound up with an engagement with entire civilization. What else is language but the bridge which links the two? Language is the medium in which both Culture and culture- literary art and human society- come to consciousness…[১]

Eagleton-এর এই বক্তব্যে literary art, যা Culture-এর অন্তর্গত এবং human society যা culture- এর অংশভাগ –এই দুটিকে সংলগ্ন করে দেখার একটি প্রবণতা স্পষ্ট। পূর্বোক্ত সমালোচকরা ভাষপ্রেমী হিসেবে এই দুইকে এক করে দেখার পক্ষপাতী। মনে রাখতে হবে বিশ শতকে সাহিত্যিক এবং সাহিত্য সমালোচক হিসেবে T.S. Eliot যখন 'Tradition and The Individual Talent' লিখবেন, তখনও গুরুত্ব দেবেন Tradition কে। বলাই বাহুল্য এই Tradition-ও তো culture নিরপেক্ষ নয়। অর্থাৎ সৃজনাত্মক শিল্পের ক্ষেত্রে culture বা Tradition অধুনাতন সময়ে জোরালো একটি বিষয়। সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায় অ্যালিউশন প্রয়োগের নিরিখে আমরা বুঝবার চেষ্টা করব কীভাবে 'কবিতা', সংস্কৃতির যোগসূত্র হিসেবে কাজ করে আমাদের যৌথ চেতনাকে একটা প্রলম্বিত মাত্রা দেয় এবং এর ফলে কীভাবে কবিরা পৌঁছে যান ইপ্সিত ব্যঞ্জনায়।

প্রথমেই যেটা সম্পর্কে একটু পরিস্কার হওয়া দরকার, তা হল allusion কী? M.H Abrams জানাচ্ছেন-

> Allusion is a passing reference, without explicit identification, to a literary or historical person, place, or event, or to another literary work or passage.[২]

Allusion-এর বাংলা করা হয়েছে 'উল্লিখন'। অশ্রুকুমার সিকদার বলেছেন 'পূর্বসূত্র' বা 'উল্লেখ'।[৩] যদিও 'উল্লিখন' শব্দটি প্রয়োগের অভাবে আমাদের কাছে সাধারণত অপরিচিত, আর কেবল 'পূর্বসূত্র' বা 'উল্লেখ' বললে এর যথার্থ অর্থটি প্রতিপাদিত হয় না। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এর একটি অর্থ করেছেন- 'সংকল্পিতার্থপ্রতিপাদক শব্দের উচ্চারণ'।[৪] অর্থাৎ তা একদিকে কবির সংকল্পিত হবে এবং তা অবশ্যই হবে অর্থ-প্রতিপাদক। যেমন সংস্কৃত সাহিত্যের কবি কালিদাস মেঘদূত কাব্যের একটি জায়গায় বলেছেন-

স্থানাদস্মাৎ সরসনিচুলাদুৎপতোদঙ্মুখঃ খং।

দিঙ্নাগাঙ্ পথি পরিহরণ্ স্থূল হস্তাবলেপান।। (পূর্বমেঘ-১৪)

অস্যার্থ – নিচুল কালিদাসের সহাধ্যায়ী একজন কবি; দিঙ্নাগ – বিখ্যাত আচার্য, কালিদাসের বিপক্ষ সমালোচক। এই শ্লোকে কালিদাস নিজেকে বা নিজের রচনাকে বলেছেন – তোমার সহায় রসিক কবি নিচুল এখানে রয়েছেন। তুমি উদঙ্মুখ হয়ে (মাথা খাড়া করে) সারস্বতমার্গে আরোহণ কর, দিঙ্নাগের হাতনাড়া (সমালোচনা) গ্রাহ্য কোরো না। সিদ্ধ অর্থাৎ মহাকবিরা এবং অঙ্গনারা (?) দেখছেন যে অদ্রিকল্প দিঙ্নাগাচার্যের শৃঙ্গ (প্রতিপত্তি) তুমি হরণ করেছ।[৫]

এখানে কালিদাস ওই কয়েকটি শব্দ (নিচুল, দিঙনাগ) উল্লেখ করে নিজের কবিত্বের প্রতি পরোক্ষ সমালোচনা যেমন করে নিলেন, তেমনি মেঘকেও একটু প্রশংসা করে নিলেন নিজের কার্যসিদ্ধির জন্য।

সাম্প্রতিক বাংলা কবিতাতেও অ্যালিউশনের প্রয়োগ প্রতুলও। যেমন শ্বেতা চক্রবর্তীর একটি কবিতা- 'অলঙ্কার'। কবি লিখছেন –

সমুদ্রও জানে
কোনও নদী কুমারী হয়ে তার কাছে আসে না,
তবু চৌষট্টি কলার বাস যে অকৌমার্যে
সে তরঙ্গে কত মণিহার
কে না জানে, দুশ্চরিত্র নারীদের পুরুষেরা বেশি ভালোবাসে!

নদী সমুদ্রে মিলিত হওয়ার আগে অনেক উপনদী বা নদ এসে মিলিত হয়। ফলে সমুদ্র জানে 'কোনও নদী কুমারী নয়'। কিন্তু এখানে যে চৌষট্টি কলার রেফারেন্সটা ব্যবহার করা হল, তাতে আমাদের সামনে চকিতে আভাসিত হয় প্রাচীন ভারতবর্ষের সমাজ ও সংস্কৃতি।[৬] সমাজের কুলনারী আর গণিকার প্রভেদ ছিল স্পষ্ট। মনুসংহিতায় আছে কুলনারীর পক্ষে বিয়েই ছিল উপনয়ন, পতিসেবা ছিল বেদ পড়ার মত, আর পতিগৃহে বাস মানে গুরুগৃহে বাস। কিন্তু গণিকা হতে গেলে প্রয়োজন চৌষট্টি কলায় পারদর্শিতা। তাই সমুদ্র এখানে প্রেমিকা নদীর চরিত্র সম্পর্কে জেনেও তাকে ভালোবাসে। যেমন ভালোবাসত চারুদত্ত, গণিকাসুন্দরী বসন্তসেনাকে।[৭] কবি যেন এখানে বলতে চেয়েছেনযে, আজকের নারীরা কি সেই সমতাবিধায়ক সমাজব্যবস্থায় পারদর্শী নারীদের মত? তারা কী আদৌ জানে চৌষট্টি কলার মর্ম? বলাই বাহুল্য, জানে না। স্বভাবতই আজকের পুরুষেরও ভালোবাসাবোধ নিয়ে একটা নিঃশব্দের তর্জনীসংকেত পেয়ে যাই আমরা।

Dey, Mithun Kumar. "সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায় অ্যালিউশন"

বিশ্বেশ্বর রায়ের কবিতা 'শিকড়ও যাবে'। -

আমার গৌরী জননী
আট পেরোবার আগে সানাইয়ের কান্না শুনেছেন
তার সেই হাতে গড়া-সংসার, মাটি
ঘর ছেড়ে কত দূরে যাব!
শিকড়ও তো যাবে ততদূর।

আট বছরের মেয়েকে বলা হত রোহিণী। আর নয়-এ পড়লেই সে বিবাহযোগ্যা। তখন সে গৌরী। ছবিটি মনে করিয়ে দেয় শাক্তপদাবলীর তৎকালীন সমাজব্যবস্থার কথা। শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে বাপের বাড়ি যাওয়ার উদ্বেগ কবিতাটিতে একটা বিয়োগব্যথার আবহ তৈরি করেছে। তাই সানাইয়ের মূর্চ্ছনা মেয়েটির কাছে কান্নার মত। এখানে মধ্যযুগের বাঙালির পরিবারচিত্রটি পরিস্ফুট হয়েছে ওই 'গৌরী জননী'র অ্যালিউশনে।

সাহিত্যসংক্রান্ত অ্যালিউশনের ব্যবহার দেখি নিবেদিতা মালাকারের 'আমার না-হওয়া প্রেমিক' কবিতাটিতে। কবিতাটি শুরুই হচ্ছে এরকমভাবে –

বনমালী তুমি পরজনমে হইও রাধা।

বস্তুত, ব্যর্থ প্রেমের চিত্র। এরপর কবিতাটি জুড়ে রচিত হয়েছে সেই ব্যর্থতার আবহ। এই আবেগধর্মী অনুভূতিকে প্রলম্বিত মাত্রা দিতে রাধা-বনমালীর উল্লিখন হয়েছে কবিতাটির ভরকেন্দ্র।

এবারে দেখা যেতে পারে কয়েকটি আধুনিক সমাজ প্রতিবেশের তাৎপর্য বোঝাতে অ্যালিউশনের ব্যবহার। যেমন হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সেক্টর ফাইভ' কবিতাটি। কবি বর্তমান কর্মব্যস্ত জীবনে প্রেমের স্বরূপ প্রসঙ্গে বলেছেন –

বিরহ মধুর হল আজি, তবে কেরিয়ারে হেতুহীন চাপ
অসতর্ক স্বপ্নে যেন প্রেমিকার সঙ্গে ব্রেক-আপ।
বসের অফিসে সই কে কাঠি করিল বল, কী মেল আইল?
দূরে দিন জাগিতেছে, কফিশপ করে রব রাতি পোহাইল।

এটি একটি ইনডিরেক্ট অ্যালিউশন। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের লাইন – 'পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল'। প্রেমে ব্যর্থ হল তো কী হল! নব শিক্ষার্থীর মত জীবনের বাকি প্রত্যুষটা পড়ে আছে। তাই 'দূরে দিন জাগিতেছে'। তাই সেই আবার নতুন করে ট্রাই করা। আবার কফিশপে কলকলানি। আবার নতুন প্রেম। সুতরাং চরৈবেতি! চরৈবেতি।

সাহিত্যিক অ্যালিউশনের দুটি অনবদ্য দৃষ্টান্ত দু'জন আধুনিক কবি সোমব্রত সরকারের 'বৃষ্টি' এবং রামানুজ মুখোপাধ্যায়ের 'রক্তকরবী'।

বর্ষাবিধৌত পরিবেশে কবি গণ্ডমূর্খ বিস্ময়হীন একালের দর্শককে উদ্দেশ্য করে বলছেন –

বলি তুমি কোন অরসিক? প্রথম বর্ষার জলে
ভিজতে ভালো লাগে না তোমার। কাগজের কোণামাত্র
ভেঙে ভেঙে নৌকা বানিয়ে নিয়ে এক মাঠে জমা জলে
ইছামতী বাড়ি নিয়ে আসোনি কখনও
তবে তুমি বিভূতিভূষণ বুঝবে। মহাচমৎকৃতি
পদ্য বলবে, ঘন হয়ে এল মেঘ: আয় বৃষ্টি ঝেঁপে
বাড়ির দাওয়ায় এক হয়ে বসা লোকজন
গরম বেগুনি। সারাদিন অঝোর-কালিদাস বোধহয়
মেঘে মেঘে চিঠি পাঠিয়েছে, দু'একটি সংকেত
আর রবীন্দ্রনাথ শ্রাবণের গানে এতখানি প্রকাশময়।
এসবের পরেও বৃষ্টি ভালো লাগে না তোমার?

বাংলদেশের বৃষ্টি বা বাদলঝরো পরিবেশ বোঝাতে উঠে এসেছে বেশ কয়েকটি নাম অ্যালিউশন হিসেবে – বিভূতিভূষণ, কালিদাস, রবীন্দ্রনাথের শ্রাবণের গান। সত্যি কথা বলতে বাংলাদেশের প্রকৃতিসহ নিসর্গের অপূর্ব বৈচিত্র্য বোঝাতে হলে 'সহৃদয় সামাজিক'এর কাছে উক্ত উল্লিখনগুলিই যথেষ্ট, ব্যঞ্জনাবহ নির্মানে আর কিছু লাগে না।

কবি রামানুজ মুখোপাধ্যায় বর্তমান সমাজের সংকটের দিনে শুনিয়েছেন প্রেমের আবেগে সবকিছুর সামঞ্জস্য ও আশাবাদের সুর রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকের অ্যালিউশন প্রয়োগে –

শাসক যখন রক্তচক্ষু
ধারালো তর্জনী
দিকে দিকে ভাঙছে দুর্গ
রাজা ও নন্দিনী
ওই যে কিশোর ফুল এনেছে
রক্তে ভেজা ফুল
একেও তুমি মিথ্যে বলবে
একেও বলবে ভুল?
আমি তো আজ দেখেছি, কী
ভীষণ অট্টরোলে
সত্যকে কে খুন করেছে
চাতুর্যে, কৌশলে
দর্প যদি চূর্ণ তবে
এই তো খুশির দিন
দিগ্‌বিজয়ের দুর্গ ভাঙুক
রাজা ও নন্দিন[৮]

কত আগে লেখা হয়েছে রক্তকরবী। অথচ তার যথার্থ উল্লিখনে বর্তমান সমাজ ও সংস্কৃতির ছবিটি পরিষ্কার বিধৃত করে কবি এক নতুন তাৎপর্যে উন্নীত হয়েছেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে অ্যালিউশন পাঠকমনে দুই সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটায়। সেই হিসেবে যেন অর্থালঙ্কারের কাজ করে অ্যালিউশন। আর শীলিত পাঠক এর উদ্দেশ্য হলেও অনেকসময় আমাদের যৌথ নিশ্চেতনার অংশভাক্ হয়ে দাঁড়ায় এর প্রয়োগ। সেদিক থেকে এর তাৎপর্য ব্যাপক ও গভীর। এই কারণেই বোধহয় এলিয়ট, জেমস জয়েস প্রমুখ অ্যালিউশন প্রয়োগের জোরালো পক্ষপাতিত্বে কবিতায় একটা নতুন মোড় নিয়ে আসতে চাইছিলেন। 'ওয়েস্টল্যান্ড' তো শেষই হচ্ছে উপনিষদের উল্লেখ দিয়ে। তাই উত্তরাধুনিকরা চাঁছাছোলা গদ্যের নাম করে কবিতায় যতই মেটাফর, সিনেকডকি প্রয়োগকে কবিতার 'আনরিলায়াবিলিটি' হিসেবে দেখতে চান না কেন, অনেক সমালোচকই এর বিপক্ষে কথা বলেছেন। তাঁদের মতে এগুলি কবিতার 'হিডেন ট্রুথ'এর মতো। শুধু তাই নয়, তাঁরা এও সাবধান করে দিয়েছেন –

Literary criticism is in danger of breaking faith with its origins in classical rhetoric.[৯]

উল্লেখপঞ্জি

১। Terry Eagleton, How To Read A Poem, Blackwell Publishing, 2007, pg. 9

২। M.H Abrams, A Glossary of Literary Terms, Thompson Wordsworth, 2005, pg. 10

৩। অশ্রুকুমার সিকদার, আধুনিক কবিতার দিগবলয়, অরুণা প্রকাশনী, ১৪১৫, পৃ। ২৫৪

৪। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় শব্দকোষ, প্রথম খণ্ড, সাহিত্য অকাদেমি, ২০০৮, পৃ। ৪৫০

৫। কালিদাস-এর মেঘদূত, রাজশেখর বসুর অনুবাদ, অন্বয়সহ ব্যাখ্যা ও টীকা, এম সি সরকার অ্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪১৪

৬। বাৎসায়নের কামসূত্র, ত্রিদিবনাথ রায় সম্পাদিত, নবপত্র প্রকাশন, ২০১৪

৭। Shudraka, Mrichchakatika, Translated by Arthur William Ryder, Harvard University, 1905

৮। রামানুজমুখোপাধ্যায়, রক্তকরবী, কামব্যাক, আশাদীপ, ২০১১, পৃ১২

৯।Terry Eagleton, How To Read A Poem, Blackwell Publishing, 2007, pg. 10

পুনশ্চ- প্রবন্ধটিতে যে-সমস্ত আধুনিক কবিতার পঙক্তি ব্যাবহৃত হয়েছে, সেগুলি গত পাঁচ বৎসরে সময়বিশেষে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত।